দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 31 DEC 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম ১

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার (বামে) ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফেরদৌস হোসেন (ডানে)

সাদা প্যানেল সভাপতি-সাঃ সম্পাদকসহ ৭টি পদে জয়ী

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে আওয়ামী শিবিরের চরম ভরাডুবি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সরকারবিরোধী বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক সাদা প্যানেল বিপুল বিজয় অর্জন করেছে। সমিতির ১৫ সদস্যের কার্যকর পরিষদে সাদা প্যানেল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৭টি পদে জয়লাভ করে। সমিতির বিদায়ী সভাপতি, সাদা দলের

১৫-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটির নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেতা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ আ ফ ম ইউসুফ হায়দার সভাপতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ফেরদৌস হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সমিতির বাকী ৮টি পদে সরকার সমর্থক আওয়ামী লীগপন্থী নীল প্যানেল জয়ী হলেও কার্যত এ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে এতদিনের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আওয়ামী শিবিরের চরম ভরাডুবি ঘটে।

গতকাল (বুধবার) অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে সাদা দল সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও ৪টি সদস্য পদে জয়ী হয়। অপর দিকে নীল দল সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও ৬টি সদস্য পদে জয়ী হয়। সদস্য পদে সাদা দলের প্রার্থী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ এস এম এ ফায়েজ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৫১০ ভোট পান। সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ১১শ' ৭৩ জন ভোটারের মধ্যে ৯শ' ৭৩ জন ভোট দেন। নির্বাচন পরিচালক উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ হাদিউজ্জমান সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে শিক্ষক সমিতির বিদায়ী সভাপতি, সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর, সাদা প্যানেলের প্রার্থী ডঃ আ ফ ম ইউসুফ হায়দার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৪৮১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নীল প্যানেলের প্রার্থী, সমিতির সাবেক সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ শাহাদত আলী পেয়েছেন ৪১৪ ভোট। সভাপতি পদে গোলাপী প্যানেলের প্রার্থী, দর্শন বিভাগের প্রফেসর ডঃ কাজী নূরুল ইসলাম পান ৫৬ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাদা প্যানেলের প্রার্থী রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, তরুণ শিক্ষক নেতা মোঃ ফেরদৌস হোসেন ৪৪৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নীল প্যানেলের প্রার্থী গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রফেসর, সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পান ৪৩৯ ভোট। গোলাপী দলের প্রার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নেহাল করিম পান ৭০ ভোট।

নীল প্যানেলের প্রার্থী, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মেসবাহ উদ্দিন আহমদ ৪৪২ ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাদা প্যানেলের প্রার্থী, প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ খলিলুর রহমান পান ৪১৯ ভোট। গোলাপী দলের প্রার্থী সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ইমদাদুল হক পান ৮১ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে নীল প্যানেলের প্রার্থী মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ হাবিবুর রহমান ৪৭৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাদা প্যানেলের প্রার্থী অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর আবু আহমেদ ৪৬০ ভোট পান। যুগ্ম সম্পাদক পদে সাদা প্যানেলের প্রার্থী, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার ৪৪৬ ভোট পেয়ে জয়ী হন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নীল প্যানেলের প্রার্থী মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মীজানুর রহমান ৩৯৫ ভোট পান।

সদস্যদের ১০টি পদে নীল প্যানলের ৬ জন ও সাদা প্যানেলের ৪ জন নির্বাচিত হন। সাদা প্যানেল থেকে বিজয়ীরা হলেন ঃ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ এস এম এ ফায়েজ (৫১০ ভোট), উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর জিন্নাতুন্নেছা তাহমিদা বেগম (৪৬১), বাংলা বিভাগের প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (৪২৫) ও অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মমতাজ উদ্দিন আহমদ (৪১২)।

নীল প্যানেল থেকে জয়ী সদস্যরা হলেন ঃ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আর আই এম আমিনুর রশিদ (৪৭৩ ভোট), বাংলা বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (৪৪৯), ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী (৪৪৭), ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হোসেন মনসুর (৪৩৬), প্রাণ রসায়ন বিভাগের প্রফেসর মোঃ আনোয়ার হোসেন (৪৩৩) ও রসায়ন বিভাগের প্রফেসর নীলুফার নাহার (৪১০)। গোলাপী প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে সদস্য পদে দর্শন বিভাগের প্রফেসর আমিনুল ইসলাম সর্বোচ্চ ২২৪ ভোট পান।

নির্বাচনে বিজয়ের পর নবনির্বাচিত সভাপতি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষকগণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে এটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস হোসেন বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবসময় জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শিক্ষক সমাজ জাতির আকাংক্ষার পক্ষে ভূমিকা রাখেন। আগামীতেও জাতির প্রয়োজন হলে শিক্ষক সমাজ অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য অনুযায়ী গণআন্দোলনে ভূমিকা পালন করবেন।